পোশাকশ্রমিকদের নতুন মজুরি কাঠামো চূড়ান্ত, কোন গ্রেডে কত বেতন



ছবি: সংগৃহীত

পোশাকশ্রমিকদের নতুন ন্যূনতম মজুরি কাঠামো চূড়ান্ত করেছে নিম্নতম মজুরি বোর্ড। চারটি গ্রেডে শ্রমিকদের মাসিক সর্বনিম্ন মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে ১৭ হাজার থেকে ২১ হাজার ৫০০ টাকা। আগামী ডিসেম্বর থেকে নতুন মজুরি কার্যকর হবে।

মঙ্গলবার (২৪ নভেম্বর) রাজধানীর সেগুনবাগিচায় মজুরি বোর্ডের কার্যালয়ে বৈঠক শেষে রাত ২টার সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান বোর্ডের চেয়ারম্যান জেলা ও দায়রা জজ সৈয়দ আজাদ সুবহানী।

তিনি জানান, প্রথমবারের মতো মাত্র ২০ দিনের মধ্যে নতুন মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে। দীর্ঘ আলোচনার পর মালিক ও শ্রমিকপক্ষের মধ্যে সমঝোতা হয়েছে। শিগগিরই নতুন কাঠামোর গেজেট প্রকাশের জন্য পাঠানো হবে। এ প্রক্রিয়ার পরবর্তী ধাপ নিয়ে বুধবারও বোর্ডের বৈঠক হবে।

বোর্ড চেয়ারম্যান বলেন, প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় গ্রেডের মজুরি নির্ধারণে সদস্যরা একমত হয়েছেন। তবে সর্বনিম্ন চতুর্থ গ্রেডের মজুরি নিয়ে মালিক ও শ্রমিকপক্ষের মধ্যে সমঝোতা হয়নি। পরে শ্রম আইন অনুযায়ী গোপন ভোট নেওয়া হয়। বোর্ডের ছয় সদস্যের মধ্যে চারজন ১৭ হাজার টাকা এবং দুজন ১৮ হাজার টাকার পক্ষে ভোট দেন। সংখ্যাগরিষ্ঠের মত অনুযায়ী চতুর্থ গ্রেডের মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে ১৭ হাজার টাকা।

নতুন কাঠামোতে চতুর্থ গ্রেডের হেলপার, থ্রেড কাটার ও লাইন অ্যাসিস্ট্যান্টদের মাসিক ন্যূনতম মজুরি হবে ১৭ হাজার টাকা। তৃতীয় গ্রেডের জুনিয়র অপারেটর, অভিজ্ঞ হেলপার, ফোল্ডার, প্যাকার, ট্যাগিংম্যান ও সুইং সহকারীরা পাবেন ১৯ হাজার ২০০ টাকা।

দ্বিতীয় গ্রেডের সেলাই, কাটিং, ফিনিশিং ও কোয়ালিটি কন্ট্রোল অপারেটরদের মজুরি নির্ধারণ করা হয়েছে ২০ হাজার টাকা। এ গ্রেডে থাকবেন বিশেষায়িত কাজে নিয়োজিত সিনিয়র হেলপার, সিনিয়র কলার জয়েন্টার ও সিনিয়র কাফ মেকাররাও। প্রথম গ্রেডের সিনিয়র অপারেটর, প্যাটার্ন মেকার, স্যাম্পল মেকার, স্ক্রিন প্রিন্টার ও সিনিয়র ডাইং অপারেটরদের ন্যূনতম মজুরি হবে ২১ হাজার ৫০০ টাকা।

এ ছাড়া বর্তমানে নির্ধারিত ন্যূনতম মজুরির চেয়ে বেশি বেতন পাওয়া শ্রমিকদের বেতনও অন্তত ২ হাজার টাকা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত হয়েছে। এ বিষয়ে বোর্ডের সদস্যরা একমত হয়েছেন। তবে কারখানার আর্থিক সক্ষমতা অনুযায়ী মালিকেরা চাইলে এর চেয়ে বেশি বেতন দিতে পারবেন।

সংবাদ সম্মেলনে বোর্ডের নিরপেক্ষ সদস্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লোকপ্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক ড. মোসলেহ উদ্দিন আহমেদ, মালিকপক্ষের প্রতিনিধি বাংলাদেশ এমপ্লয়ার্স ফেডারেশনের যুগ্ম মহাসচিব আসিফ আইয়ুব ও বিজিএমইএর পরিচালক এবিএম শামসুদ্দিন উপস্থিত ছিলেন। শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধি হিসেবে ছিলেন জাতীয়তাবাদী শ্রমিক দলের সভাপতি আনোয়ার হোসেন এবং বাংলাদেশ গার্মেন্টস অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল ওয়ার্কার্স ফেডারেশনের সাধারণ সম্পাদক বাবুল আখতার।